সম্পাদক সমীপে

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি এবং পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের প্রতি

আমরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে জগন্নাথ কলেজের সনাতন শেষ ব্যাচ, ১৯৯৭ সালের অনার্স (ইংরেজী)-এর ফাইনাল পরীক্ষার্থী। এই ব্যাচে বিভিন্ন বিষয়ের '৯০-৯১, '৯১-৯২, '৯২-৯৩ শিক্ষাবর্ষের একত্রে অনেক পরীক্ষার্থী রয়েছে। আমাদের অধিকাংশই ২ বার অনার্স (সনাতন) পরীক্ষায় ৩য় ক্লাস পেয়েছে। বাকিরা অকৃতকার্য হয়েছে। সনাতন শেষ ব্যাচ বিধায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের সর্বশেষ সুযোগ হিসেবে আরেকবার মান উন্নয়ন এবং অকৃতকার্যদের জন্যও পরীক্ষা দেয়ার অনুমতি দিয়েছে। উক্ত পরীক্ষায় ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলার অনেক কলেজের বহু পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করার জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ২০০০ সালের জুন মাসে ফরমফিলাপ করার পর বার বার পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও কোন তারিখেই পরীক্ষা হচ্ছে না। যেমন- ২৯-৭-২০০০, ২৮-০৪-২০০১, ০৮-০৯-২০০১ এবং সর্বশেষ ৩০-১০-২০০১ পরীক্ষা আরম্ভের তারিখ দেয়া হয়েছে। কিন্তু ২৯-৭-২০০০ এবং ২৮-০৪-২০০১ এর মধ্যে আরেকটি পরীক্ষা আরম্ভের তারিখ দেয়া হয়েছিল, যা এখন স্মরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। বার বার পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন হওয়াতে আমাদের পড়াশুনার প্রতি যেমন অনাগ্রহ সৃষ্টি হচ্ছে তেমনি সব ছাত্রছাত্রীর বয়সও বেড়ে যাচ্ছে, যা ভবিষ্যৎ চাকরির ক্ষেত্রে সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা। তদুপরি পরীক্ষার ফল প্রকাশে প্রায় ১ বছর সময় লাগে। কিন্তু আমাদের পরের ৩টি ব্যাচের অনার্স (সেমিস্টার) পরীক্ষার এবং তন্মধ্যে ২টি ব্যাচের ফলাফলও প্রকাশ করা হয়েছে। তাই বলতে হয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাদের পরীক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে কোন আগ্রহ প্রকাশ করছে না। ফলে আমাদের পরীক্ষা গ্রহণ প্রায় অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় মাননীয় ভিসি মহোদয় ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের প্রতি আকুল আবেদন এই যে, আমাদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে এবারে দেয়া ৩০-১০-২০০১ এ যেন পরীক্ষা আরম্ভ করা হয় এবং যত দ্রুত সম্ভব পরীক্ষার রুটিন প্রকাশ করা হয়। তাছাড়া এ পরীক্ষার ফলাফলও যেন ৩ মাসের মধ্যে প্রকাশ করা হয়।

–সেলিম, সোহেল, দীপা, রফিক,
ইংরেজী বিভাগ, জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি এবং শিক্ষামন্ত্রীর সমীপে

আমরা জগন্নাথ কলেজ থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৯৭ সালের ব্যাচ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত ২৯-৭-২০০০ তাং অনার্স (বাংলা), পার্ট-৩ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করি, যার ফলাফল ২-৭-২০০১ তাং প্রকাশ হয় এবং আমরা কলেজ থেকে ৭-৭-২০০১ তাং জানতে পারি, আমরা কিছু ছাত্রছাত্রী উক্ত পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স (পার্ট-৩) রেজাল্ট শাখায় যোগাযোগ করে জানতে পারি ৫০ নম্বরের ভাইভা পরীক্ষায় আমরা ২০ এর কম পাওয়াতে অকৃতকার্য হই। কয়েকদিন পর আবার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজাল্ট শাখা থেকে জানতে পারি যে, আমাদের মতো একই কারণে সরকারী বদরুন্নেছা কলেজ, ঢাকার ২২ জন ছাত্রী অকৃতকার্য হয়। তাদের ভাইভার নম্বর ১৫, ১৬, ১৭, ১৮ বা এর কমও আছে। এ ব্যাপারে বদরুন্নেছা কলেজের অধ্যক্ষ ও বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান সাহেব জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভিসি দুর্গা দাস মহোদয়ের সাথে তার দায়িত্বকালে যোগাযোগ করলে ভিসি মহোদয় ২-৮-২০০১ সিন্ডিকেট মিটিংয়ের মাধ্যমে বদরুন্নেছা কলেজের উক্ত ২২ জনকে ভাইভায় পাস নম্বর ২০ দেয়ার ব্যবস্থা করেন। উক্ত সিন্ডিকেট মিটিংয়ের বিস্তারিত বিবরণের কপি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে পাঠানো হয়। আশা করা হচ্ছে, ৪ কয়েকদিনের মধ্যেই তাদের ফলাফল প্রকাশ করা হবে।

তাই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভিসি মহোদয় ও শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের প্রতি আকুল আবেদন, উপরে উল্লেখিত ব্যাপারগুলো পর্যালোচনা করে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে জগন্নাথ কলেজ ও অন্যান্য কলেজের '৯৭ সালের ব্যাচের অনার্স (বাংলা)-এর ভাইভায় অকৃতকার্যদের পাস মার্ক ২০ দেয়ার ব্যাপারে বিবেচনা করবেন এবং বদরুন্নেছা কলেজের ছাত্রীদের সাথে আমাদের পাসের ফলাফলও একত্রে প্রকাশ করবেন। এ ব্যাপারে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

–সাগর, তারেক, সুমী, আবির
বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা।